পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ

(অবনাঞ্চল অঞ্চলে রক্ষণ ও সংরক্ষণ)
আইন-২০০৬ এবং বিধিসমূহ - ২০০৭

West Bengal Trees

(Protection and Conservation in Non-Forest Areas)
Act, 2006 and Rules-2007

একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোট ভৌগলিক এলাকার ৩৩ শতাংশ অঞ্চল বনভূমি থাকা দরকার । পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট কিন্তু জনবহুল রাজ্য। এখানে বনভূমির পরিমাণ ১১৮৭৯ বর্গ কি.মি. যা মোট ভৌগলিক এলাকার অনুপাত ১৩.৩৮ শতাংশ। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প এবং পঞ্চায়েত সহ জনসাধারণের সচেতন উদ্যোগে উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এখন সবুজের আচ্ছাদন প্রায় ২৭ শতাংশ আয়তনে বাড়ানা সম্ভব হয়েছে। সবুজায়নের এই অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বনভুমির বাইরে বৃক্ষসমূহের সংরক্ষণ একান্ত জরুরী।

বনভূমি রক্ষার জন্য ভারতীয় বন আইন, বন সংরক্ষণ আইন চালু থাকলেও বনভূমির বাইরে অবনাঞ্চল অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন আইন ছিল না। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অবনাঞ্চল অঞ্চল রক্ষণ ও সংরক্ষণ) আইন-২০০৬ প্রণীত হয় এবং ২০০৭ সালে এই আইন সম্পর্কিত বিধিসমূহও প্রকাশিত হয়।

আইনটির উদ্দশ্য ঃ-

গাছ প্রবহমান (পুণর্নবীকরণ যোগ্য) সম্পদ। সুতরাং পরিবেশগত ভাবে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

১)পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখার স্বার্থে বৃক্ষরোপণ উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে আরো সবুজায়নের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা।

২)বনভূমির বাইরে অবস্থিত বৃক্ষসমূহকে যথেচ্ছভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

৩)পবিত্র এবং বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষের সংরক্ষণ করা।

আইনটির প্রধান কিছু বিষয় এখানে সন্নিবেশিত করা হল।

গাছের সংজ্ঞা -

১৯২৭ সালের ভারতীয় অরণ্য আইনে গাছের যা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই আইনেও গাছের সংজ্ঞা তার অনুরূপ । অর্থাৎ গাছের গুঁড়ির স্তর থেকে বুক সমান উচ্চতায় (৪ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ১.৩৭ মিঃ) ১০ সে. মি. (৪ ইঞ্চি) বা তার বেশী ব্যাস হলে তা গাছ বলে বিবেচিত হবে।

বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ

(ধারা ৪ (ক) এবং (খ) অনুসারে)

ক) বনভূমির বাইরে অবনাঞ্চল এলাকায় বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

খ) কোন ব্যক্তি গাছ কাটা, সরানো বা বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু মানুষ সাহায্য ছাড়া কর্তিত গাছের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে না।

গাছ কাটার অনুমতি

নিম্নলিখিত প্রয়োজনে ধারা ৫ (১) এর বিধানে গাছ কাটার অনুমতি পাওয়া যাবে ঃ-

ক) যদি গাছটি স্থানীয় অধিবাসীদের কোনও গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি করে বা মনুষ্য জীবন, বাড়ি বা সম্পত্তিহানির আশঙ্কার সৃষ্টি করে বা পরিবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত করে।

খ) যদি রোগজনিত কারণ বা ঝড়, বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক কারণে গাছের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

গ) যদি সামাজিক বনসৃজনে সৃজিত গাছ তার কাটার উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হয়।

ঘ) সামাজিক বনসৃজন বা ফার্ম ফরেস্ট্রি প্রকল্পে পুনর্বনায়নের উদ্দেশ্যে কোন জমিতে যদি গাছ কাটার প্রয়োজন হয়।

ঙ) যদি গাছের মালিক তার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ যেমন চিকিৎসা, বিবাহ, শিক্ষা, বাড়ি তৈরি বা মেরামতির প্রয়োজনে গাছ কাটতে মনস্থ করেন।

চ) যদি জমি সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গাছ কাটা ভীষণভাবে জরুরী হয়ে ওঠে।

ছ) যদি কোন চা বাগানে ধারা ৬ এবং উপধারা (৩) এর অনুবিধি পালন করতে হয়।

গাছের ডালপালা ছাঁটা যাবে কি না?

ধারা ৩ (৩) অনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে গাছের ডালপালা ছাঁটা গাছ কাটা বলে বিবেচিত হবে না।

(ক) জনস্বার্থবাহী কোন কাজ এবং রাস্তা, বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য ডালপালা ছাঁটা যাবে কিন্তু দেখতে হবে উক্ত ছেদন যেন গাছটি বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি না করে।

খ) উদ্যান ও কাননের রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধির কারণে ডালপালা ছাঁটা যাবে।

গ) কোন গাছের ডাল যদি স্থানীয় অধিবাসীদের কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করে বা মানুষের জীবন, বাড়ি বা সম্পত্তি হানির আশঙ্কা সৃষ্টি করে বা পরিবহন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে তবে ডালপালা ছাঁটা যাবে।

গাছ কাটার অনুমতি পত্র (ফর্ম)

গাছ কাটার জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফর্ম- ১ (এ) এবং ডেভেলপার-এর ক্ষেত্রে ফর্ম ১ (বি) তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

গাছ কাটার অনুমতি পত্র সংগ্রহের পদ্ধতি

১) ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর সংস্থানে যে কোন গাছ কাটা অথবা অন্যভাবে নিষ্পত্তির ও অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীকে আবেদন পত্র জমা দেবার সময় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকটে নিম্নলিখিত ফি জমা দিতে হবে ঃ-

ডেভেলপার ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা)

ডেভেলপার ব্যতীত অন্য ব্যক্তি ঃ-

(ক) গ্রামীণ অঞ্চলে - ২৫.০০ (পঁচিশ টাকা)

(খ) গ্রাম্য অঞ্চলে ছাড়া অন্য এলাকার ক্ষেত্রে - ১০০.০০ (একশত টাকা)

২) ধারা ৬ এর উপধারা (৩) অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ফর্ম ৩ এ আবেদনকারীকে গাছ কাটার অনুমতি দেবেন। কিন্তু ডেভেলপার যদি ধারা ৯ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পরিচ্ছন্ন শংসাপত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) না পায় অথবা ধারা ৯ এর উপধারা (৫) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বাড়ী তৈরীর বা অনান্য নির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদন না পায় তাহলে তাকে গাছ কাটার (যদি গাছ থাকে) অনুমতি পত্র দেওয়া যাবে না।

জরুরী প্রয়োজনে দরখাস্ত ফি ঃ

বিধি ৪ এর উপবিধি (৪) এর সংস্থানে জরুরী প্রয়োজনে অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে ফি বাবদ ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা) সব এলাকার জন্য প্রদান করতে হব।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের বাধ্যবাধকতা -

ধারা ৮ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে গাছ কাটার অনুমতি পাওয়ার পর প্রতি **একটি গাছ কাটার জন্যে সেই স্থানে দুটি করে গাছ লাগাতে হবে** এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে বৃক্ষ পরিচর্চার কাজ করতে হবে।

উপবিধি (১) অনুসারে ডেভেলপার ছাড়া বৃক্ষরোপণে অসমর্থ যে কোন ব্যক্তি গ্রাম্য অঞ্চলে গাছ প্রতি কুড়ি টাকা এবং গ্রাম্য অঞ্চল ব্যতীত অন্য স্থানে গাছ প্রতি ত্রিশ টাকা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ কেটে ফেলা গাছের পরিবর্তে বৃক্ষরোপণের জন্য রাজ্য সরকারের মনোনীত এজেন্সীকে উক্ত অর্থ হস্তান্তর করবেন। যদি কর্তিত গাছ আইন বর্ণিত তালিকাভূক্ত হয় তাহলে জমা হিসাবে দেয় অর্থের পরিমাণ গ্রাম্য অঞ্চলে গাছ প্রতি চল্লিশ টাকা এবং গ্রাম্য অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র গাছ প্রতি ষাট টাকা হবে।

ডেভেলপার (উন্নয়ন এজেন্সী) এর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বৃক্ষরোপণ: বনায়ন

১) ধারা ৯ এর উপধারা (১) অনুসারে
পরিকল্পনা অনুযায়ী এরূপ উন্নয়নের অধীন একই জমির সমগ্র অঞ্চলের অন্ততঃ ২০ শতাংশের বেশী অংশে ডেভেলপার বৃক্ষ-রোপণ করবেন এবং কেটে ফেলার জন্য আবেদনকৃত গাছের সংখ্যায় কমপক্ষে পাঁচগুণ গাছ রোপণ করতে হবে। (ধারা ৯ এর উপধারা (২) অনুসারে)

ডেভেলপার ফর্ম -০১ (বি) তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবেন এবং উক্ত আবেদন পত্রের সহিত বিধি ৫ এর উপবিধি
(১) এ সুনির্দিষ্ট বর্ণিত ফি জমা দেবেন।
(২) পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) আবেদন করার সময় আবেদনকারী ডেভেলপারকে ১ ঃ১০০ স্কেলে অঙ্কিত প্রস্তাবিত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা (চার সেট) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবেন এবং উক্ত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনায় উপধারা (১) অনুসারে বৃক্ষরোপণের স্থান ইত্যাদিসহ নিম্নলিখিত বিবরণ দিতে হবে।
(এ) যে সব প্রজাতির গাছ রোপণ করা হবে তার, তাদের নাম।
(বি) আগাম মাটি তৈরীর কাজ।
(সি) বৃক্ষরোপণের জন্য বীজ ও চারা গাছের উৎস।
(ডি) গাছ সমূহের মধ্যে দূরত্ব ও রোপণের প্যাটার্ণ।
(ই) বৃক্ষরোপণ ও পরবর্তী বৃক্ষ পরিচর্চার সময় তালিকা।
৩) ডেভেলপারকে পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র (সার্টিফিকেট অফ ক্লিয়ারেন্স) প্রদানের পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) অনুযায়ী অনুসন্ধানের কাজ সেরে নেবেন।
৪) ধারা ৯ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ
ডেভেলপারকে ফর্ম-৪ এ পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র (সার্টিফিকেট অফ ক্লিয়ারেন্স) প্রদান করবেন।

আইন লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান

ধারা ১১র উপধারা (ক)

অনুসারে এই আইনের কোনও অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে কোনও ব্যক্তি গাছ কাটলে বা মূলোৎপাটন করলে বা ভূপতিত গাছ বিক্রী করে দিলে তার এক বছর পর্যন্ত কারাবাস বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গাছ লাগানো হচ্ছে তার জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

ধারা ১১র উপধারা (খ) অনুসারে

যদি কোনও ব্যক্তি বা উন্নয়ন এজেন্সী বা প্রমোটারের শিল্পদ্যোগী ধারা ৯-এর উপধারা (৪) অনুযায়ী অনুমোদিত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা রূপায়ণ না করতে পারে তবে তার দুবছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

কোথায় আবেদন করবেন ?

কলকাতা এবং বিধান নগর অঞ্চলের জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক বনউপযোগ বিভাগ (Divisional Forest Officer, Forest Utilisation Division)
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কোলকাতা - ৭০০ ০০১
(দূরভাষ-০৩৩-২২৩০-২৭৭৪ এবং ০৩৩-২২৩১-২৩১৩, ফ্যাক্স-০৩৩-২২৩০-২৭৭৪)
এবং জেলা বা গ্রামীণ এলাকার জন্য স্থানীয় ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিস অথবা নিকটবর্তী রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচার বিভাগ, বনদপ্তর ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার

PRINTED BY EMPOWER